বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৪	২	১	১	১	৩	১০%-২০০%	২	৫.৪২%-১২৫.২৫%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত মেয়াদকাল	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
১	২	৩	৪	৫
১.	“Development and Transfer of Sustainable Sericulture Technologies Through Upgrading the Research and Training Capability of BSRTI”	৭৩৫.৩৩	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫	--
২.	???????? ????????????? ????? ?? ??????????? ?????? ???? ???? ????	৪৮৩১.৭৮	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৫	জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় এবং সময়ে সময়ে নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প সংশোধন করা
৩.	?????? ????? ?????????? ?????? ????????? ?????	২৯১০.১৫	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৫	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করা যায়নি।
৪.	“strengthening of NITTRAD(Now NITER) Textile Colleges and TSMU for Development of Textile Sector”	১৮৭৫.০৮	জুলাই,২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫	

০৩। সমস্যা ও সুপারিশঃ

-

সমস্যা	সুপারিশ
১. তুঁত জাত ও রেশমকীটের মাতৃ-পিতৃজাত সংরক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে অনুন্নয়ন খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ পর্যাপ্ত নয়।	১. তুঁত জাত ও রেশমকীটের মাতৃ-পিতৃজাত সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনুন্নয়ন খাতের রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজণীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
২. সঠিক জনবলের অভাবে নিয়মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট	২. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি নিয়মিত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে

হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।	ব্যবহার না হওয়াজনিত কারণে যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট না হয়।
৩. প্রকল্পের আওতায় টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তার অধিকাংশ ফ্যাক্টরিতে ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হয়েছে। ল্যাব ভারশন ক্রয় করা হলে ব্যয় সাশ্রয়সহ অপারেটিং ব্যয়ও কম হত।	৩. ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরি ভারশনের পরিবর্তে ল্যাব-ভারশন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যেতে পারে
৪. অনুমোদিত জনবলের কাঠামোতে জনবলের সংস্থান থাকলেও বেশ কয়েকটি পদ শূণ্য রয়েছে।	৪. অনুমোদিত জনবলের শুণ্য পদ পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পাবনা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটকে পাবনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ (৩য় সংশোধিত **প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (পিসিআর)**

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১.০ প্রকল্পের নাম : পাবনা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটকে পাবনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ (৩য় সংশোধিত)।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বস্ত্র পরিদপ্তর ।

৪.০ প্রকল্পের এলাকা : শালগাড়ীয়া, পাবনা সদর, পাবনা।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ বিশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ ৩য় সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১৪৫.০০	৫৩৬৪.৯৯	৪৮৩১.৭৮	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০০৯	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৫	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৫	২৬৮৬.৭৮ (১২৫.২৫%)	৬ বছর (২০০%)

৬.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	সর্বশেষ সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
১	জনবল (বেতন-ভাতা)	১২	৮৬.১৫	৮	৭১.৬৩
২	সম্মানী ভাতা	৫৯৪৮	৫৯.৪৮	৫৭২৪	৫৬.১১
৩	প্রশিক্ষন	১১৮	৮.৬০	১০২	৮.৬০
৪	ভ্রমণ ভাতা	থোক	১১.৩৫	থোক	১১.৩৪
৫	টেলিফোন সংযোগ	থোক	১.০৩	থোক	০.৮৭
৬	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১২.৪৭	থোক	১২.৪৭
৭	বই ও সাময়িকি	৬০০০	১০০.০০	৬৬৮০	৯৯.৫৫
৮	স্ট্যাশনারী সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	৬.২৩	থোক	৫.৯৮
৯	বিজ্ঞাপন	থোক	২.৩০	থোক	২.২৯
১০	আপ্যায়ন	থোক	১.৩৯	থোক	১.৩৩
১১	কেমিক্যাল	থোক	০.৪৯	থোক	০.৪৯
১২	কাঁচামাল	থোক	১১.৪৩	থোক	১১.৪৩
১৩	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৩৮.৩৫	থোক	৩৮.১৪
১৪	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৫২.৮২	থোক	৫২.০৪
১৫	ছাত্রদের বই, বৃত্তি ও মিলে প্রশিক্ষণ	১৫২৪	৪১.০১	১৫২৪	৪১.০১

ক্রমিক নং	খাত	সর্বশেষ সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
	উপমোট=		৪৩৩.১০		৪১৩.২৮
১৬	যন্ত্রপাতি	২৮২	১,৫৮৫.০০	২৩৪	১,৩৫৭.৮২
১৭	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	১২০	৪০.৯০	১২০	৪০.৪৩
১৮	যানবাহন	২	৬৪.১১	২	৬৪.১১
১৯	আসবাবপত্র	১৩০৬	১০২.০৯	১৩০১	৯৮.১৮
২০	ভূমি অধিগ্রহণ	১.৪১৭৪ একর	৬৮৬.০৪	১.৪১৭৪ একর	৬৮৬.০৪
২১	নির্মাণ	৮৯৭৬ ব.মি	২,৩৮৯.৫৫	৮৯৭৬ ব.মি	২,১৩৯.৭২
২২	সোলার প্যানেল	থোক	১৯.২০	থোক	১৯.২০
২৩	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার	থোক	২৫.০০	থোক	১৩.০০
	উপমোট=		৪,৯১১.৮৯		৪,৪১৮.৫০
২৪	কন্টিজেন্সি		২০.০০		-
	মোট=		৫,৩৬৪.৯৯		৪,৮৩১.৭৮ (৯০.০৬%)

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :

সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮.১ প্রকল্পের পটভুমি :

বৃটিশ শাসনামলে ১৯১৫ সালে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি জেলা বয়ন বিদ্যালয় হিসাবে স্থাপিত হয। তখন ১ (এক) বৎসর মেয়াদী আর্টিজ্যান কোর্স বিদ্যমান ছিল। ১ বৎসর মেয়াদী আর্টিজ্যান কোর্সটি ১৯৮০ সালে রহিত করে দুই বৎসর মেয়াদী সার্টিফিকেট-ইন-টেক্সটাইল কোর্স চালু করা হয়। এরপর ১৯৯৩-১৯৯৪ শিক্ষাবর্ষ হতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল কোর্স চালু করা হয়। অন্যান্য ডিপ্লোমা শিক্ষার ন্যায় ২০০১ সন হতে কোর্সটির মেয়াদ ৪(চার) বৎসর করা হয়। দেশে বিদ্যমান ও ক্রমবিকাশমান আধুনিক বস্ত্র শিল্প কারখানার নির্বাহী পর্যায়ের বস্ত্র প্রযুক্তিবিদের ব্যাপক চাহিদা আছে। বস্ত্র শিল্পের উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং কম খরচে অধিক মানসম্পন্ন বস্ত্রসামগ্রী উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্বাহী পর্যায়ের বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরির জন্য সরকার পাবনা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটকে পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীত করে। এজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সম্পদ সংগ্রহ ও System Development-সহ অন্যান্য সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য গত ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে ৮০ জন ছাত্রকে বি,এসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির মাধ্যমে জোরারগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিবছর ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বাংলাদেশের বস্ত্র ও বস্ত্র শিল্প কারখানার জন্য নির্বাহী পর্যায়ের বস্ত্র প্রকৌশলী তৈরী করা;
- কারিগরী শিক্ষকদের দক্ষতা ও কারিগরী জ্ঞানের প্রসার;
- স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থানসহ দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; এবং
- মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন।

৮.৩ প্রকল্প অনুমোদনঃ

প্রকল্পটি ২১৪৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই , ২০০৬ হতে জুন, ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৬/১০/২০০৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে কয়েকটি অঙ্গের ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে গত ১৪/০১/২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ব্যয় বৃদ্ধি ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ২৩৫৯.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন করে। পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রীদের জন্য আবাসিক সুবিধা না থাকায় এগুলোর সংস্থান, অতিরিক্ত ৫ একর জমি অধিগ্রহণ ও যন্ত্রপাতির সংস্থান রেখে ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ২১/০৩/২০১০ তারিখে ৪৪৭১.৮৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জ ন্য একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে এবং জমি অধিগ্রহণ ৫ একর হতে হ্রাস করে ১.৪১৭৪ একর নির্ধারণ করে এবং ছাত্র হোস্টেল অন্তর্ভুক্ত করে ৫৩৬৪.৯৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জ ন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী গত ৩০/০৯/২০১৩ তারিখে প্রকল্পের ৩য় সংশোধন অনুমোদন করেন। গত ২০/০৪/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ১২/০৫/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় করা হয়।

৮.৪ প্রকল্প পরিচালকঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন/ খন্ডকালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	প্রকল্প পরিচালকদেক দায়িত্ব কাল
১	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান অধ্যক্ষ	খন্ডকালীন	প্রযোজ্য নয়	১০/০২/২০০৬ থেকে ০১/১১/২০০৯ পর্যন্ত
২	জনাব মোঃ আবদুল বাছেদ মিয়া, অধ্যক্ষ	খন্ডকালীন	প্রযোজ্য নয়	০২/১১/২০০৯ থেকে ১৮/০১/২০১১ পর্যন্ত
৩	জনাব মোঃ মহসিনুল আলম উপসচিব	পূর্ণ কালীন	প্রযোজ্য নয়	১৯/০১/২০১১ থেকে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত

৯.০ প্রকল্পে বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		বছর ভিত্তিক অগ্রগতি	
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	২	৪	৫	৬	৭
২০০৬-২০০৭	৩৫৭.৬০	১৬.৬৬%	৯.৯৭	০.১৯%	৯.৯৭	০.১৯%
২০০৭-২০০৮	১০০৭.৫০	৪৬.৯৩%	৬৪৩.৭৩	১২.০০%	৬৪৩.৭৩	১২.০০%
২০০৮-২০০৯	৭৭৯.৯০	৩৬.৩৩%	৫০৪.৫২	৯.৪০%	৫০৪.৫২	৯.৪০%
২০০৯-২০১০	-	-	৩৬৪.০০	৬.৭৮%	৩৬৪.০০	৬.৭৮%
২০১০-২০১১	-	-	৩৯৪.৩৬	৭.৩৫%	৩৯৪.৩৭	৭.৩৫%
২০১১-২০১২	-	-	৬৭২.৩২	১২.৫৩%	৬৭২.৩২	১২.৫৩%

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		বছর ভিত্তিক অগ্রগতি	
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	২	৪	৫	৬	৭
২০১২-২০১৩	-	-	৭৯৭.০৩	১৪.৮৬%	৭৯৭.০৩	১৪.৮৬%
২০১৩-২০১৪	-	-	৬০০.০০	১১.১৮%	৫৯৬.৮২	১১.১২%
২০১৪-২০১৫	-	-	১,৩৭৯.০৬	২৫.৭০%	৮৪৯.০২	১৫.৮৩%
মোট=	২১৪৫.০০	১০০.০০%	৫,৩৬৪.৯৯	১০০.০০%	৪,৮৩১.৭৮	৯০.০৬%

১০.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

গত ২৭/০৬/২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক , কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গণপূর্ত বিভাগের প্রতিনিধি ও কলেজের অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপ:

১০.১ জমি অধিগ্রহণ :

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত ডিপিপিতে মোট ১.৪১৭৪ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ছিল। সমুদয় ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং এজন্য সংস্থানকৃত ৬৮৬.০৪ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় হয়েছে।

১০.২ নির্মাণ কাজ :

প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ভবনের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ এবং কয়েকটি নতুন নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত পূর্তকাজের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন (৬৯৩০ ঘ.মি), ওয়ার্কশপ কাম লাইব্রেরী (৩৭১ ব.মি), কটন স্পিনিং শেড এর ২য় ও ৩য় তলার সম্প্রসারণ (১৪৩৮ ব.মি), ডাইং শেড (১৮৩২ ব.মি), ডরমিটরি ভবনের ৩য় তলার সম্প্রসারণ (১৫৯.০৪ ব.মি), উইভিং শেড (৭৫৩ ব.মি), স্টাফ ডরমিটরি/কোয়ার্টার (৭৬০ ব.মি), সুপারিন্টেডেন্ট এর কোয়ার্টারসহ ছাত্রী হোস্টেল (১৬৯৩ ব.মি), ১টি ৩০০ কেভিএ সাব-স্টেশন, ১টি গভির নলকূপ ও পাম্প হাউস, মসজিদ, ১টি গ্যারেজ, অভ্যন্তরিণ রাস্তা (১৮২.৮৮ আরএম), ছাত্র হোস্টেল (১৯৬৯.৫৯ ব.মি), সীমানা প্রাচীর (৩০৮.৮০ আরএম), এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন, সোলার প্যানেল নির্মাণ (৪৬০০ ওয়াট), বৃষ্টির পানি সংরক্ষনাগার (৩৫০০০ গ্যালন) এবং বিভিন্ন কক্ষ, ড্রেন ও গেটের সংস্কার/মেরামত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চিত্র-১: পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উইভিং ভবন (সম্প্রসারিত)

চিত্র-২: ওয়েট প্রসেসিং ভবন

চিত্র-৩: ছাত্রী হোস্টেল

১০.৩ য ন্ত্রপাতি :

অনুমোদিত আরডিপিপি-তে ৮টি ক্যাটাগরিতে মোট ২৮২ টি যন্ত্রপাতি এবং পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন ল্যাবের জন্য ২ লট যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যালের সংস্থান রয়েছে। তম্মধ্যে ২৩৪ টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ খাতে সংস্থানকৃত মোট ১৫৮৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৩৫৭.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৫.৬৭% । পরিদর্শনকালে সমাপ্ত প্রতিবেদনে ক্রয় করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ আছে এমন যন্ত্রপাতি দৈবচয়ন ভিত্তিতে দেখা হয়। নিম্নে স্থাপিত কয়েকটি যন্ত্রপাতির স্থির চিত্র দেয়া হ'ল:

চিত্র-৪: জেট ডায়িং মেশিন

চিত্র-৫: অটোমেটিক ল্যাব জিগার মেশিন

১০.৪ কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম :

অনুমোদিত আরডিপিপি-তে মোট ১২০ টি কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম এবং এ বাবদ মোট ৪০.৯০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সমুদয় কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম বাবদ ৪০.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১০.৫ যানবাহন :

আরডিপিপি-তে সংস্থানকৃত ১টি জিপ ও ১টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। এ খাতে সংস্থানকৃত মোট ৬৪.১১ লক্ষ টাকা সম্পুর্ন ব্যয় হয়েছে। জীপটি পরিবহন পুলে গত ৩০/০৮/২০১৫ তারিখে জমা দেয়া হয়েছে। এছাড়া ক্রয়কৃত মাইক্রোবাসটি কলেজের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১০.৬ আসবাবপত্র :

আরডিপিপি-তে সংস্থানকৃত ১৩০৬ টি আসবাবপত্রের মধ্যে ১৩০১ টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে এবং এখাতে সংস্থানকৃত ১০২.০৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯৮.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এখাতে ব্যয়ের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৬.১৭% |

১০.৬ বইপত্র ও সাময়িকী :

বইপত্র ও সাময়িকী খাতে সংস্থানকৃত ১০০.০০ লক্ষ টাকায় ৬০০০ টি বইপত্র ও সাময়িকী সংগ্রহ করার জন্য নির্ধারিত থাক লেও ৯৯.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৬৬৮০ টি বইপত্র ও সাময়িকী সংগ্রহ করে লাইব্রেরিতে সরবরাহ করা হয়েছে।

১০.৭ সংগ্রহ পদ্ধতিতে পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর প্রয়োগ :

প্রকল্পটি জুন ২০০৬ হতে জুলাই ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের অধিকাংশ পন্য ক্রয় কার্যক্রম ২০০৬ হতে ২০০৮ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তি সময়ে ক্রয় কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাক্রমে জানা যায় যে, অনুমোদিত ডিপিপি এর আলোকে ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কয়েকটি পন্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া হল।

১০.৮ সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনা :

মূল প্রকল্পটি জুন ২০০৬ হতে জুন ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলেও প্রকল্পটি মোট ৩ বার সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধি করে এর বাস্তবায়নকাল জুন ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুসৃত হয়নি। এছাড়া প্রকল্প মেয়াদ দির্ঘায়িত হওয়ায় প্রকল্প ব্যয় প্রায় ১২৫.২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে যা কাম্য নয়। এছাড়া প্রকল্পের বাস্তবায়নকালও বৃদ্ধি পেয়েছে ২০০%।

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন :

উদ্দেশ্য	অর্জন
১) বাংলাদেশের বস্ত্র ও বস্ত্র শিল্প কারখানার জন্য নির্বাহী পর্যায়ের বস্ত্র প্রকৌশলী তৈরী করা;	প্রতিবছর ১০০ জন ছাত্র -ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে বি, এসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স প্রবর্তন করায় দেশের বস্ত্র খাতের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় নির্বাহী পর্যায়ে বস্ত্র প্রকৌশলী সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
২) কারিগরী শিক্ষকদের দক্ষতা ও কারিগরী জ্ঞানের প্রসার করা;	বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স প্রবর্তন করায় টেক্সটাইল খাতের শিক্ষকদের দক্ষতা ও কারিগরী জ্ঞানের প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৩) স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থানসহ দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;	দেশে বস্ত্রখাতে অনেক শুন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। ফলে পাশকৃত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থা নেরও সুযোগ রয়েছে।
৪) মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন	পাশকৃত ছাত্ররা বস্ত্র শিল্পে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করতে সক্ষম হবে।

১২.০ বাস্তবায়ন/বিদ্যমান সমস্যা :

১২.১ প্রকল্পের আওতায় কলেজের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তার অধিকাংশ ফ্যাক্টরিতে ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হয়েছে। ল্যাব ভারশন ক্রয় করা হলে ব্যয় সাশ্রয়সহ অপারেটিং ব্যয়ও কম হত।

১২.২ গত ২০০ ৬-০৭ শিক্ষাবর্ষ হতে বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স শুরু হলেও কলেজে টেকনিক্যাল শিক্ষক এবং ইনস্ট্রাকটর পর্যাপ্ত নয়। ফলে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে। খন্ডকালিন শিক্ষকের মাধ্যমে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানও বাস্তব সম্মত নয়।

১২.৩ সঠিক জনবলের অভাবে নিয়মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

১৩.০ সুপারিশ :

১৩.১ গত ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষ হতে বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স শুরু হলেও প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে মানসম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে না। মানসম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে স্বল্পতম সময়ে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ : ১২.২);

১৩.২ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি নিয়মিত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে ব্যবহার না হওয়াজনিত কারণে যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট না হয় (অনুচ্ছেদ : ১২.৩);

১৩.৩ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরি ভারশনের পরিবর্তে ল্যাব-ভারশন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ : ১২.১);

১৩.৪ দ্রুত টেকনোলজি পরিবর্তনের কারণে কিছু কিছু ফ্যাকাল্টির যন্ত্রপাতির ধরণ নিয়মিত পরিবর্তিত হচ্ছে। এসকল ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পরিবর্তে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত ডেমো ভিডিও এর মাধ্যমে ক্লাশে দেখানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে; এছাড়া যেহেতু ফ্যাক্টরিতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত সংযুক্তি ও

শিক্ষা ভ্রমণ রয়েছে, তাই এক্ষেত্রে অত্যধিক মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় না করেও পাঠ দানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৩.৫ ভবিষ্যতে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের সময় পর্যাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে এবং SWOT Analysis করতে হবে যাতে প্রকল্পের সংশোধনের প্রয়োজন না হয়; এ ক্ষেত্রে ভূমি প্রয়োজনীয়তা, প্রাপ্তির সম্ভাবনা, মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে Critical Path নির্ধারণ ও তদানুযায়ী কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রনয়ণ করতে হবে;

১৩.৬ উপরোল্লিখিত সুপারিশসমূহের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করবে।

পরিশিষ্ট-১

ক্রঃ নং	আইটেমের নাম	সর্বমোট সংখ্যা	বাস্তবে দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও মাধ্যম	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড এর তারিখ	চুক্তিনামা স্বাক্ষরের তারিখ	কাজ সম্পদানের সময়	চুক্তি মূল্য	পরিশোধিত মূল্য	সরবরাহের তারিখ	মন্তব্য
১	প্রতিষ্ঠানের স্পিনিং ও টেস্টিং বিভাগের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	১৯টি	১৭/৪/২০০৭ ও ১৮/০৪/২০০৭ ইং তারিখে প্রকাশিত ডেইলি স্টার ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা এবং সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়।	০১/১১/২০০৭	১৬/০১/২০০৮	১২০ দিন	২,৯৩,৮৫,০০০/-	২,৯৩,৮৫,০০০/-	১০/০৫/২০০৮	অনুমোদিত ডি.পি.পির নির্ধারিত মূল্যের মধ্যে এবং যাবতীয় বিধি বিধান অনুসরণ পূর্বক ক্রয় কার্য্য সম্পাদিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, একই দরপত্রে একাধিক গ্রুপ/ লট ভিত্তিক ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়েছে।
২	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়	৪১৫৪টি	১৩/১/০৮ ইং ও ১৪/১/০৮ ইং ডেইলি স্টার ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা এবং সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়।	২৩/০৪/২০০৮	০৮/০৫/২০০৮	৯০ দিন	৫৪,১৬,০০০/-	৫৪,১৬,০০০/-	২৮/০৭/২০০৮	
৩	প্রতিষ্ঠানের জন্য ডট প্রিন্টার ক্রয়	৫ সেট	০৩/০৮/০৮ ইং ও ০৫/০৮/০৮ ইং ডেইলি স্টার ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা এবং সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়।	১১/৩/২০০৯	২৪/০৩/২০০৯	৬০ দিন	২,৪৮,৫০০/-	২,৪৮,৫০০/-	১০/০৫/২০০৯	
৪	প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	২০ টি	২০/০১/ ও ২১/০১/১৫ ইং তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক জনকণ্ঠ ও ডেইলি স্টার এবং সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়।	০১/০৩/২০১৫	০৫/০৩/২০১৫	১৪৫ দিন	১,৯৯,৯৮,৫৬০/-	১,৯৯,৯৮,৫৬০/-	২৬/০৫/২০১৫ ও ২/৬/১৫ এবং ২৭/০৬/২০১৫ তে ৭(সাত) টি আইটেম এবং ৩০/৬/১৫ তারিখে ০১(এক) টি আইটেমের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে	

Development and Transfer of Sustainable Sericulture Technologies Through Upgrading the Research and Training Capability of BSRTI প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৫)

১.০ প্রকল্পের নাম : ''Development and Transfer of Sustainable Sericulture Technologies Through Upgrading the Research and Training Capability of BSRTI '' শীর্ষক প্রকল্প।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ : বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (BSRTI)।

৪.০ প্রকল্প এলাকা : (ক) BSRTI এর প্রধান কেন্দ্র, রাজশাহী
(খ) আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (RSRC), কাপ্তাই, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি।
(গ) জার্মপ্লাজম ম্যানটেনেন্স সেন্টার (GMC), সাকোয়া, পঞ্চগড়।

৫.০ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের (%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৯৭.৫০	৭৫৯.৮৫	৭৩৫.৩৩	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫	৩৭.৮৯ (৫.৪২%)	-

৬.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	একক	সর্বশেষ ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০ (১০০%)	থোক
পোষ্টেজ	থোক	১.৬০	থোক	০.০০	থোক
টেলিফোন	থোক	০.৬০	থোক	১.২৮ (১০০%)	থোক
ফ্যাক্স / টেলেক্স	থোক	০.৮০	থোক	০.৬৪ (৮০%)	থোক
রেজিষ্টেশন ফি	থোক	০.৯০	থোক	০.৪৪ (৫৫%)	থোক
বিদ্যুৎ	থোক	১৭.৬০	থোক	১৪.৬০ (৭৫%)	থোক
গ্যাস ও ফুয়েল	থোক	৭.০০	থোক	৬.৬০ (৯৫%)	থোক
পেট্রোল ও লুবরিকেন্ট	থোক	৬.০০	থোক	৫.৮০ (৯৮%)	থোক
মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	২.৫০	থোক	২.২০ (৯৮%)	থোক
ষ্টেশনারী, সীল এন্ড ষ্ট্যাম্প	থোক	৩.০০	থোক	২.৮০ (৯৮%)	থোক

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	একক	সর্বশেষ ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
গবেষণা ব্যয়	থোক	৩৭৭.৮৭	১১.০০	৩৭৭.৮৭ (১০০%)	১১.০০ (১০০%)
বুকস এন্ড পিরিওডিক্যাল	থোক	২.০০	থোক	১.৬০ (৯৫%)	থোক
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০	থোক	২.০০ (১০০%)	থোক
প্রশিক্ষণ ব্যয়	সংখ্যা	২৪.৬০	৩০৯.০০	১৭.২৭৬ (৫০%)	১৬৯.০০ (৫০%)
সেমিনার/ কনফারেন্স	সংখ্যা	৮.৫০	৬.০০	৭.৭৫ (৯৬%)	৬.০০ (১০০%)
আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	১.৩৫	থোক	১.৩৫ (১০০%)	থোক
ট্রান্সপোর্টশন এক্সপেনশেস	থোক	০.৮০	থোক	০.৮০ (১০০%)	থোক
প্রাইজ	থোক	০.৮০	থোক	০.৩২ (৪৮%)	থোক
কেমিক্যাল পারচেজ	থোক	১.০০	থোক	১.০০ (১০০%)	থোক
ইনসেকটিসাইড	থোক	১.০০	থোক	১.০০ (১০০%)	থোক
সার	থোক	২.০০	৪.০০	২.০০ (৫০%)	৪.০০ (১০০%)
কনসালটেন্ট (লোকাল)	সংখ্যা	১৬.১৩	১.০০	১৪.৮৭ (৭৫%)	১.০০ (১০০%)
সিকিউরিটি গার্ড	সংখ্যা	৫৩.৩৯	১০.০০	৫২.৪৪ (৯০%)	১০.০০ (১০০%)
অনারারিয়াম/ফি/ওয়েজেস	থোক	৩.০০	থোক	২.০০ (৭০%)	থোক
ফাংশন/ফেসটেবল	সংখ্যা	১.০০	৫.০০	১.০০ (১০০%)	৫.০০ (১০০%)
কমিটি মিটিং/ কমিশন	থোক	১.০০	থোক	১.০০ (১০০%)	থোক
আদার এক্সপেনশেস	থোক	১.৪০	থোক	১.৩৯ (৯৯%)	থোক
ফার্নিচার	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০ (১০০%)	থোক
ইকুপমেন্ট এন্ড এ্যাপ্লায়েন্স	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০ (১০০%)	থোক
ইলেকট্রিক লাইন এন্ড ওয়ারিং	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০%)	থোক
ইলেকট্রিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০%)	থোক
মটর সাইকেল	সংখ্যা	৪৫.০০	১.০০	৪৫.০০ (১০০%)	১.০০ (১০০%)
ক্যামেরা	সংখ্যা	১.০০	১.০০	১.০০ (১০০%)	১.০০ (১০০%)
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	লট	৭৯.০০	৭৪.০০	৭৫.০০ (৯৫%)	৭৪.০০(১০০%)
কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৪.৮০	লট	৪.৬৮ (৯৭%)	লট
অফিস ইকুপমেন্ট	সংখ্যা	৬.৫০	২.০০	৬.২৮ (৯৬%)	২.০০ (১০০%)
আসবাবপত্র	সংখ্যা	৮.৭০	১২৪.০০	৮.৬২ (৯৫%)	১২৪.০০

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	একক	সর্বশেষ ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
ইরিগেশন ইনফ্রাসটাকচার	সেট	৩২.০০	১.০০	৩২.০০ (১০০%)	১.০০ (১০০%)
অন্যান্য	সেট/লট	১.০০	সেট/লট	১.০০ (১০০%)	সেট/লট
হেল্থ কেয়ার এন্ড ওযাটার সাপস্নাই	রেম	১০.০০	১০০০.০০	১০.০০ (১০০%)	১০০০ (১০০%)
ইলেকট্রিক্যাল এ্যাপস্নায়েন্স	লট	১৪.০০	লট	১৪.০০ (১০০%)	লট
সর্বমোট =		৭৫৯.৮৫		৭৩৫.৩৩ (৯৬%)	

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :

সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের নির্ধারিত ভৌত কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন হয়েছে। তবে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৮.১ প্রকল্পের পটভূমি :

বাংলাদেশের মাটি, আবহাওয়া এবং আর্থ সামাজিক অবস্থা রেশম চাষের জন্য উপযোগী। এজন্য এ শিল্পের মাধ্যমে অর্থাৎ রেশম চাষ, পলুপালন, সিল্ক বিলিং ও স্পিনিং, উইভিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিসিং ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রামীণ মহিলা ও পু রুষ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি/বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ শিল্প দেশে বেকার সমস্যা সমাধানসহ দারিদ্র বিমোচনে বৃহৎ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BSRTI) উন্নত তুঁতজাত এবং রেশম কীটের জাত উদ্ভাবন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। BSRTI কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তি প্রধানতঃ বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি BSRTI এর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী টেকসই রেশম প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

(খ) উদ্ভাবিত রেশম প্রযুক্তি ফিল্ড ট্রায়াল এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর;

(গ) দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম শিল্পের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি;

(ঘ) দেশের কাঁচা রেশমের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব আবহাওয়া উপযোগী রেশম গুটির গুনগতমান উন্নয়ন; এবং

(ঙ) রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা প্রদান।

৮.৩ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

ক) তুঁতজাত ও রেশমকীটের মাতৃ-পিতৃজাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

খ) দেশের আবহাওয়া উপযোগী উচ্চ ফলনশীল তুঁত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন;

গ) তুঁতচাষ ও পলুপালনের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তুঁতগাছ ও রেশমকীটের রোগ ও কীটশত্রু দমন/প্রতিরোধক ব্যবস্থা উদ্ভাবন;

ঘ) কাঁচা রেশমের গুনগত মান উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত সিল্ক রিলিং এবং স্পিনিং এর প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

ঙ) রেশমচাষের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জবল সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর;

চ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফিল্ড ট্রায়াল এবং ডেমোনোস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিএসআরটিআই কতৃক উদ্ভাবিত তুঁত ও রেশমকীটের জাত এবং প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো।

৮.৪ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (BSRTI) কর্তৃক বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৬৯৭.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ৩১/০৮/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১০% ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে গত ১৮/০২/২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭৫৯.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারণক্রমে প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত হয়।

৮.৫ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচলকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ		মন্তব্য
				যোগদান	বদলী	
১	জনাব মো: আব্দুল হামিদ মিয়া, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক	হ্যা	-	০১-০৭-২০১০	১৮-১০-২০১২	
২	জনাব মো: জামাল উদ্দিন শাহ, উপসচিব ও প্রকল্প পরিচালক	হ্যা	-	১৫-১১-২০১২	০৫-০৪-২০১৫	
৩	জনাব মো: জামাল উদ্দিন শাহ, যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক	হ্যা	-	০৬-০৪-২০১৫	৩০-০৬-২০১৫	

৯.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- পিইসি সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ডিপিপি ও আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্য পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা ; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা।

১০.০ প্রকল্পে বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	বছর ভিত্তিক অগ্রগতি	
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২০১০-২০১১	১০৩.০০	১৫%	৯২.৯৪	১২%	১০৩.০০	৯২.৯৪	১২%
২০১১-২০১২	১৮১.০০	২৬%	১৬৪.০৬	২২%	১৮১.০০	১৬৪.০৬	২২%
২০১২-২০১৩	১৫৪.০০	২২%	১৪২.১৬	১৯%	১৫৪.০০	১৪২.১৬	১৯%
২০১৩-২০১৪	১৪৫.৪০	২১%	২১৯.৪০	২৯%	২২৬.০০	২০৬.২০	২৭%
২০১৪-২০১৫	১১৪.১১	১৬%	১৪১.৩০	১৯%	১৩২.০০	১২৯.৯৭	১৯%
মোট=	৬৯৭.৫০	১০০%	৭৫৯.৮৫	১০০%	৭৯৬.০০	৭৩৫.৩৩	৯৯%

১০.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

গত ১৮/০১/২০১৭ তারিখে প্রকল্প এলাকা BSRTI এর প্রধান কেন্দ্র, রাজশাহী সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপ:

ক) রেশমকীটের মাতৃ-পিতৃজাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

পরিদর্শনকালে রেশমকীটের মাতৃ-পিতৃজাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। এসময় জানা যায় প্রতিটি জাতের জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপ নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সুবিধা সৃষ্টির ফলে ৬৭টি তুঁত জাত ও ৯৭টি রেশম কীটের সংরক্ষণ করা হয়েছে।

স্থিরচিত্র: রেশমকীটের বিভিন্ন ধাপ সংরক্ষণ

স্থিরচিত্র: বিভিন্ন জাতের তুঁতগাছ সংরক্ষণ

স্থিরচিত্র: রেশমকীটের বিভিন্ন জাত সংরক্ষণ	স্থিরচিত্র: উদ্ভাবিত উন্নত জাতের তুঁতগাছ

খ) দেশের আবহাওয়া উপযোগী উচ্চ ফলনশীল তুঁত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন: প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে বিভিন্ন উন্নত জাতের রেশমকীট ও তুঁত জাত উদ্ভাবন হয়েছে বলে জানা যায়।

গ) তুঁতচাষ ও পলুপালনের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তুঁতগাছ ও রেশমকীটের রোগ ও কীটশত্রু দমন/প্রতিরোধক ব্যবস্থা উদ্ভাবন: বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় তুঁতচাষ ও পলুপালনের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তুঁতগাছ ও রেশমকীটের রোগ ও কীটশত্রু দমন/প্রতিরোধক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হয়েছে। এসকল বিষয়ের ফিল্ড ট্রায়াল চলছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় ১১টি গরেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

ঘ) কাঁচা রেশমের গুনগত মান উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত সিল্ক রিলিং এবং স্পিনিং এর প্রযুক্তি উদ্ভাবন: কাঁচা রেশমের গুনগত মান উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত সিল্ক রিলিং এবং স্পিনিং এর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। রেশমচাষের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ঙ) বিএসআরটিআই কতৃক উদ্ভাবিত তুঁত ও রেশমকীটের জাত এবং প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানোর জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফিল্ড ট্রায়াল এবং ডেমোনোস্ট্রেশন হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে।

১১.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ

১১.১। প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন :

জুন/২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭৩৫.৩৩ লক্ষ টাকা; যা অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ৭৫৯.৮৫০ লক্ষ টাকার ৯৬.৮ %। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৯% বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

১১.২। ক্রয় পরিকল্পনা :

প্রকল্পের আএতায় একটি গাড়ি, ল্যাবে ব্যবহারের জন্য কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং ১১টি গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এজন্য ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুসরণ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১১.৩। গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সারমর্মঃ

১১টি গবেষণা প্রোজেক্টের আওতায় ২৭টি এক্সপেরিমেন্ট রয়েছে। গবেষণা প্রোজেক্টগুলি নিম্নরূপঃ

P-1: Development of Appropriate Technology of Mulberry Cultivation for Young & Late Age Silkworm.

P-2: Development of Control Measure for Diseases & Pest Infection of Mulberry.

P-3: Nutritional Assessment of Mulberry Varieties Raised Under Different Cultivation Practices.
P-4: Utilization of Sericulture Byproduct & Their Analysis.
P-5: Screening of Highly Productive Combiner for Preparation of Hybrids through Line Tester.
P-6: Screening of Suitable Chemical # Disinfectants for Control of Silkworm Diseases.
P-7: Development of Control Measure against Pest Infestation Silkworm.
P-8: Development of Suitable Cocoon Drying Method # Devices for Improving Raw Silk Production.
P-9: Development of Chawaki Mulberry Garden & Chawaki Bivoltine Silkworm Rearing Packages in GMC.
P-10: Screening of Highly Productive Combiner for Preparation of Hybrids Silkworm.
P-11: Development of Suitable Package of Practices for Mulberry & Non-Mulberry Sericulture under Hilly Condition.

উক্ত ১১টি গবেষণা প্রোজেক্টের মধ্যে P-1 থেকে P-8 পর্যন্ত মোট ৮টি BSRTI-এ পরিচালিত হয় এবং P-9 থেকে P-11 পর্যন্ত মোট ৩টি GMC-এ পরিচালিত হয়। এসব গবেষণামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের আবহাওয়া উপযোগী তুঁতচাষ ও পলুপালনের লাগসই প্রযুক্তি, তুঁত ও রেশমকীটের রোগ-বালাই দমনের প্রযুক্তি, চাকী পলুপালন ব্যবস্থাপনার উপর প্রযুক্তি এবং পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ভুমিকা রাখবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অবহিত করেন। ১০০ জন চাষীকে তুঁতচারা রোপন ও আর্থিক সহায়তার সংস্থান আছে। রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে মোট ৯০ জন রেশম চাষীকে ২০০ টি করে ১৮,০০০ তুঁতচারা প্রদান করে গবেষকদের তত্বাবধায়নে রোপন করা হয়েছে এবং তাদের কাজ নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। রেশম চাষীদের মধ্যে থেকে ২০ জন ভাল চাষীকে পলুঘর নির্মাণ ও পলুপালন সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং ৫ জনকে রিলিং মেশিন দেয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।

১১.৪ BSRTI এর নিয়মিত কার্যক্রম সংক্রান্ত :

পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক (BSRTI) জানান যে, তুঁত জাত ও রেশমকীটের মাতৃ-পিতৃজাত সংরক্ষণের জন্য অনেক দিন মজুর প্রয়োজন। কিন্তু এসব কাজে রাজস্ব বাজেটে অনুন্নয়ন খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ পর্যাপ্ত নয়। এক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১১.৫ BSRTI এর জনবল সংক্রান্ত :

পরিচালক (BSRTI) জানান, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউ টের অনুমোদিত জনবলের কাঠামোতে গবেষনা কাজ করার মত জনবলের সংস্থান থাকলেও এসকল পদের বেশ কয়েকটি শুন্য রয়েছে।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
(ক) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী টেকসই রেশম প্রযুক্তি উদ্ভাবন;	২টি তুঁতজাত ও ১০টি রেশমকীটের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে।
(খ) উদ্ভাবিত রেশম প্রযুক্তি ফিল্ড ট্রায়াল এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর;	৯০জন কৃষককে সরাসরি এবং অসংখ্য কৃষককে ফিল্ড ট্রায়াল, লিফলেট এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে উদ্ভাবিত রেশম প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
(গ) দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম শিল্পের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি;	প্রকল্পের আওতায় ২৯ জনকে দির্ঘ্যমেয়াদী ও ১৪০ জনকে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(ঘ) দেশের কাঁচা রেশমের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব আবহাওয়া উপযোগী রেশম গুটির গুনগতমান উন্নয়ন; এবং	উদ্ভাবিত রেশম প্রযুক্তির মাধ্যমে রেশমগুটি ও রেশম এর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
(ঙ) রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা প্রদান।	রেশম কীটের খাবার হিসেবে তুঁত চাষ করার ক্ষেত্রে অনেক জমির প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জমির স্বল্পতার কারণে নতুনভাবে কেউ রেশম কীট পারনে আগ্রহী হচ্ছে না। রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন হয়েছে।

১৩.০ সুপারিশ :

১৩.১ তুঁত জাত ও রেশমকীটের মাতৃ-পিতৃজাত সংরক্ষ ণ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট -এর একটি নিয়মিত কার্যক্রম। একাজে অনুন্নয়ন খাতের রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজণীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করা আবশ্যক যাতে দেশীয় তুঁত জাত ও রেশমকীটের মাতৃ-পিতৃজাত সংরক্ষণ করা যায়।

১৩.২ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউ টের জন্য অনুমোদিত জনবলের শুন্য পদ পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩.৩ সাম্প্রতিক সময়ে চীন, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে রেশম শিল্প অনেক এগিয়ে গেছে। ঐসকল দেশের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে বাংলাদেশের রেশম শিল্পকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে রেশমচাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নপ্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১.০ প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে রেশমচাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ।

৪। প্রকল্প এলাকাঃ

(ক) বিএসবি-বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের ৫টি আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়) রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, যশোহর ও রাংগামাটি) দ্বারা পরিচালিত দেশের ৪০টি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় অবস্থিত রেশম বোর্ডর কার্যালয় ও রেশম সম্প্রসারণ এলাকা সমূহ ।

(খ) বাংলাদেশ সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (বিএসআরটিআই) প্রধান কেন্দ্র রাজশাহী এবং চন্দ্রঘোনা (রাংগামাটি) ও সাকোঁয়া (পঞ্চগড়) উপকেন্দ্র ।

(গ) বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন (বিএসএফ), রত্নাই (ঠাকুরগাঁও), কুমিল্লা এবং ঝিলাইদহ গ্রেনেজসহ বাংলাদেশের ২০টি জেলার বিভিন্ন উপজেলায়।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯১০.১৫	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৫	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৫	-	১(এক) বছর ২০%

৬.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক কোড	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিমান / একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়					
	বিএসবি					
৪৮৪০	রেশম বোর্ডের বীজাগার সমূহের ৬০০ বিঘা তুঁত জমির উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ	বিঘা	২৩০.০০	৬০০ বিঘা	২৩০.০০	৬০০ বিঘা
৪৮৫৮	বীজগুটি ৪৫০০০ কেজি এবং ১৬.০০ লক্ষ রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন	কেজি	১১৫.০০	২৯২২৩ কেজি	১১৫.০০	২৯২২৩ কেজি
৪৮৫৮	রেশম পল্লী স্থাপনঃ					
	ক) আশ্রয়ণ/প্রকল্প	১৫ টি	৫৬.০১	১৫ টি	৫২.৮৯	১৫ টি
	খ) বিভিন্ন এলাকায় আইডিয়াল রেশম পলস্নী স্থাপন	৮টি	১৯৩.৫৬	৮টি	১৭৯.১২	৮টি
৪৮৪০	তুঁতচাষ, পলুপালন ও রিলিং এর উপর বসনী প্রশিক্ষণ	২৫০০ সংখ্যা	১১০.০০	২৫০০ সংখ্যা	১১০.০০	২৫০০ সংখ্যা
৪৮৪০	বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের কর্মচারীর প্রশিক্ষণ	১০০০০ ষ্টাফ	২.২০	২২ সংখ্যা	২.২০	২৩ সংখ্যা
৪৮৪০	রিলিং ও স্পিনিং এর উপর উন্নতমানের প্রশিক্ষণ	১০০	৫.৫০	১০০ সংখ্যা	৫.৫০	১০০ সংখ্যা
৪৮৪০	রেশম চাষে উন্নত দেশগুলিতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	২১ সংখ্যা	৬৩.০০	২১ সংখ্যা	৬২.০০	২১ সংখ্যা
৪৮৪০	রেশম সমৃদ্ধ দেশগুলিতে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের শিক্ষা সফর	১৮সংখ্যা	৪৭.০০	১৮সংখ্যা	৪৬.২৪	১৮সংখ্যা
৪৮০৪	বোর্ড ভবনের সম্প্রসারণ, এম আই এস সেল শক্তিশালীকরণ এবং মিনি মিউজিয়াস স্থাপন	৩ সংখ্যা	২০.০০	৩ সংখ্যা	২০.০০	৩ সংখ্যা
৪৪৮০ ৬/৪৯১ ৬	এস এম ই এ বি-কে শক্তিশালী করণে সহায়তা প্রদান।	-	৩৯.০৬	-	৩৯.০৬	-
৪৯২১	সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক গবেষণাসহ রেশম সেক্টরের পর্যালোচনা(স্থানীয় পরামর্শক)	-	৬.৫৭	-	৬.৫৭	-
৪৮৫৮	রেশম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচী					
	ক) তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ		৯০.০৫		৯০.০৫	
	খ) রোপিত তুঁতচারার পরিচর্যার জন্য আর্থিক সহায়তা	৬০০০ সংখ্যা	৮০.৬০	৬০০০ সংখ্যা	৮০.৬০	৩৭৩১ সংখ্যা
	গ) ৫০০ বসনিকে পলুপালন সরঞ্জামাদি প্রদানে আর্থিক সহায়তা		৩৫.০০		৩৫.০০	
	ঘ) রেশম গুটি বাজারজাতকরণে		৬২.০০	১৪০০০	৬২.০০	১৮২৯৯

ইকনমিক কোড	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিমান / একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	আর্থিক সহায়তা			কেজি		কেজি
৪৮৫৮	রেশম রিলিং এবং স্পিনিং এর উপর তাঁতী আর্থিক সহায়তা		৮.৩০		৮.৩০	১৫২
৪৮৫৮	ভোলাহাট এলাকায় উইভিং এর উপর তাতী আর্থিক সহায়তা।		৫.৭৫		৫.৭৫	২৫
৪৯০০	চাকী পলুপালন কেন্দ্রসমূহের মেরামত, সংস্কার ও সম্প্রসারণ।		৪৮.০০		৪৮.০০	৪ সংখ্যা
৪৯০০	বগুড়া রেশম বীজাগারের অবস্থিত ভবনসমূহের সংস্কার ও মেরামত এবং উক্ত বীজাগারের সীমানা প্রাচীর সম্প্রসারণ ও মেরামত	১৪৯৬ ব:মি: ২২৬৫ রা:মি	৮৯.৬০	২৫০৭ ব:মি: ২৩০০রা:মি	৮৯.৬০	২৫০৭ ব:মি: ২৩০০রা: মি
৪৯০০	রাজশাহীতে অবস্থিত পি-৩ ষ্টেশন মেরামত।	১টি	৭.৩০	১টি	৭.৩০	১টি
	ননফিজিক্যাল					
৪৮৭৪	স্থানীয় পরামর্শক	১ জন	৯.৮৪	১	৯.৮৪	১
৪৮৩৩	বানিজ্য মেলা, প্রদর্শনী মেলা, কর্মশালা, প্রচার ও প্রকাশনী		৫২.০০		৫১.৯৪	১১টি কর্মশালা ও ৩টি বানিজ্য মেলা
৪৮৯৯	প্রকল্পের ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের জন্য অন্যান্য ব্যয়		২৪.৫		২৪.৫	
৪৮০৬	সম্প্রসারণ এলাকা সমূহের অফিস ভাড়া		৪০.০০		৪০.০০	
৪৮৯৯	ডাক, তার ও টেলিফোন		৭.০০		৭.০০	
৪৮২৩	মোটর গাড়ীর জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ		৫০.০০		৫০	
৪৮০১	টিএ/ ডিএ		৬০.০০		৬০	
৪৮৭৪	মূদ্রণ ও সাময়িকী		১১.০০		১১	
৪৮২১	বিদ্যুৎ, বিদ্যুতায়ণ এবং ওয়াসা।		৩০.০০		৩০	
৪৮৮১	নিরাপত্তা (বীজাগারসমূহ, পি-৩ কেন্দ্র, মিনিঃ চাকী সেন্টার এবং অন্যান্য অফিস)		৫৪.৩৩		৫৪.৩৩	
৪৮০৪	কন্টিনজেন্ট ষ্টাফ (কুক, ক্লিনার এবং অন্যান্য)		২৩.০০		২৩	
৪৮৭৪	ডিজাইন পরামর্শক	৬জন মাস	৬.০০		০	
	কন্টিনজেন্সীঃ ক) দর		২০.২০		১৪	
	খ) ফিজি ক্যালঃ		২১.৮০		০	
	উপ-মোট বিএসবি রাজস্ব ব্যয়		১৭২৪.১৭		১৬৭০.৭৯	
	বিএসআরটিআই					
৪৮২৯	গবেষণা কার্যক্রম		২২৩.৪৮		২২৩.৪৮	
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ		৪৭.০০		৪২.৬৪	
৪৮৪২	সেমিনার/ওয়ার্কশপ		২.০০		২	
৪৯০১	অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ ভবন, প্রশিক্ষণ		১০.০০		১০	

ইকনমিক কোড	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিমান / একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	সেড মেরামত এবং পুনর্বাসন কাজ					
৪৯৬১	বিদ্যুতায়ন		১.০০		১	
৪৮৭৪	পরামর্শক (স্থানীয়)		২৭.৬০		২২.৩৭	
৭০৮১	অন্যান্য ব্যয়		২.০		০	
	এমআইএস শক্তিশালীকরণ		১.০		১	
	কন্টিনজেন্সী (ক) দর		১৪.৭৩		৩.৩২	
	(খ) ফিজিক্যাল		৩.৬৯		০	
	উপ-মোট রাজস্ব ব্যয়		৩৩২.৫০		৩০৫.৮১	
	বিএসএফ					
৪৮৫৮	তুঁত চারা পূনঃরোপন, তুঁতজমি উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ		৮৩.১৭	১৫০ বিঘা	৮৩.১৭	১৫০ বিঘা
৪৮৫৮	রেশম গুটি উৎপাদন		৫৪.৯৮	৪০.৫০মে:ট :	৫৪.৯৮	৩৯.৮
৪৮৫৮	রেশম বীজগুটি / ডিম উপাদন		১২.০৩	০.০১৪৮০	১২.০৩	
৪৮৫৬	রেশম গুটি ক্রয়		২৪.০১	৫২৬.৯ কেজি	২৪.০১	১২.৬২৯
৪৮৫৮	রেশম সুতা উৎপাদন		২৭.০৪	৩৫,৮০০ কেজি	২৭.০৪	৩.০১
৪৮৪০	বসনী প্রশিক্ষণ	জন	২০.৪০	৪০০	২০.৪	৪০০
৪৮৪০	কর্মচারী প্রশিক্ষণ	জন	০.৫০	১০	.৪৮	১৮
৪৮৪০	রিলার, স্পিনার প্রশিক্ষণ	জন	৯.৬০	১৬০	৯.৬০	১৬০
৪৮৪৮, ৪৮৯৫	তত্ত্বাবধান		৯.৫০		৯.৫০	
৪৮৪০, ৪৮৪২	কর্মশালা/সেমিনার এবং প্রচার প্রকাশনা		২.০০		২	
৪৮৮১, ৪৮৫১	নিরাপত্তা (দৈনিক ভিত্তিক)		৪১.৫৬	২৯২০০ জন	৪১.৫৬	২৯৬৮৫জন
৪৮৯৯	রিকারিং		৪১.৫০		৪১.৫০	
৪৮০৬, ৪৮১৪	লিজমানি/অফিস ভাড়া/কর ও খাজনা		৪৬.৭৫		৪৬.৭৫	
৪৯০০	মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ		২৯.৫০		২৯.৫	
	কন্টিনজেন্সি (ক) প্রাইস		০.০০		০	
	(খ) ফিজিক্যালঃ		৪.৯১		০	
	উপমোট রাজস্ব ব্যয় (বিএসএফ)		৪০৭.৪৫		৪০২.৫২	
	উপমোট রাজস্ব ব্যয় (বিএসবি+বিএসআরটিআই+বিএসএফ)		**২৪৬৪.১২**		**২৩৭৯.১২**	
(খ) মুলধন ব্যয়						
	বিএসবি					
৬৮১৩	প্রধান কার্যালয়, রেশম বীজাগার, ও মিনিফিলেচারের জন্য যন্ত্রপাতি		৪৩.৫৫		৪৩.৫৫	
৬৮১৩	রাজশাহীতে ডিজাইন উন্নয়ন সার্ভিস সেন্টারের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়		১৪.২৫		১১.৭২	

ইকনমিক কোড	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিমান / একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৮০৭, ৬৮১৫	প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট উইনিটের জন্য যানবাহন, ফটোকপিয়ার এবং কম্পিউটার ক্রয়।		৪৪.৫০	১গাড়ি ১ফটোকপি ২কম্পিউটার	৪৪.৫০	১গাড়ি ১ফটোকপি ২কম্পিউটার
৬৯০১	ভোলাহাটের চরকা সেন্টারের জন্য জমি ক্রয়		১২.৫০	৫০ডেমি	১২.৫০	৩০ডেমি
৭০১৬	ভোলাহাটের চরকা সেন্টার স্থাপন	সংখ্যা	২৭.০০	৫টি	২৭	৩টি
৭০১৬	রাজশাহীতে ডিসপেন্স, ডিজাইন কাম সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ।		৯৯.৯৩	৫০০ব.মি.	৯৯.৯৩	৫০০ব.মি.
৭০১৬	৪টি বীজাগারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ (ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঈশ্বরদী এবং দিনাজপুর)		১৪৩.১৫	৪	১৪৩.১৫	৪
৭০০৬	অফিস কাম-চাকী পলুপালন কেন্দ্র নির্মাণ (ফরিদপুর, পবা ও রানী সংকৈল)।		৩৯.০০	৩	৩৯	৩
৭০১৬	রেইচা বাগানের (বান্দরবান) কাটা তারের বেড়া নির্মাণ।		৬.২৫	৫৬৭রা.মি	৬.১৫	৫৬৭রা.মি
	(খ) উপ-মোট মুলধন বিএসবি		৪৩০.১৩		৪২৭.৫০	
	বিএসআরটিআই:					
৭০০১	ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য		২.০০	২বিঘা	২	২বিঘা
৬৮০৭	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	১.৫০	১	১.৫	১
৬৮১৩	ইক্যুপমেন্ট ওঅন্যান্য	সংখ্যা	১২.৫০	৬	১২.৫	৬
	সিল্ক টেস্টিং মেশিন	সংখ্যা	২০.০০	১	২০	১
	উপমোট মূলধন বিএসআরটিআই		৩৬.০০			
	বিএসএফ					
৭০১৬	নির্মাণ ও রিনোভেশন	৩১৫৫ব.ফু.	৩৫.০০	৩১৫৫ব.ফু.	৩৪.৯৫	২১৪২ব.ফু.
৬৮১৪	যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ		৩.০০		২.৯৮	
৬৮১৩	সরঞ্জামাদি		২০.০০		১৯.৯৮	
৬৮০৭	মোটরযান (মোটর সাইকেল)	৩টি	৩.৭৫		৩.৭৫	
৬৮২১	আসবাবপত্র		৫.০০		৪.৮৭	
৬৮২৭	বিদ্যুতায়ন		৩.০০		১.০০	
	মোট মূলধন ব্যয়		৬৯.৭৫		৬৭.৫৩	
	উপোমোট-মূলধন		**৫৩৫.৮৮**		**৫৩১.০৩**	
	সর্বমোট (রাজস্ব ও মূলধন) (বিএসবি+বিএসআরটিআই+বিএসএফ)		**৩০০০.০০**		**৩৯১০.১৫**	

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :

সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৮.১ প্রকল্পের পটভূমি

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ। এ দেশের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। দরিদ্র ও দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসরত এ জনগোষ্ঠী ক্রমাগত দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির কারণে মানবেতর জীবন যাপন করে এবং তারা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে। এই হতদরিদ্র লোকজনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ রেশম চাষ ও রেশম কার্যক্রমের সংগে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক অবসহার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

রেশম চাষ এবং রেশম শিল্প একটি পরিবার কেন্দ্রীক অর্থনৈতিক কার্যক্রম যা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসং স্থান সৃষ্টি করে। এ দেশে প্রায় ৬.০০ লক্ষ জনগোষ্ঠী রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রমের সাথে জড়িত রয়েছে।

রেশম বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে অধিকাংশ রেশম চাষ ও রেশম উৎপাদন চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলা এলাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে রাজশাহী, যশোর, রংপুর, ঢাকা এবং রাংগামাটি আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে রেশম চাষ সম্প্রসারিত হয়। এর পাশাপাশি রেশম বোর্ডের কারিগরী সহায়তা গ্রহণ করে বেশ কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রেশম কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্রাক, প্রশিকা, কারিতাস,আরডিআরএস তাদের মধ্যে অন্যতম।

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড সৃষ্টির পর থেকেই বোর্ড রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এ পর্যন্ত রেশম বোর্ড ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে । বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে দেশে রেশম চাষ ও শিল্পের একটি মজবুত ভিত্তি সহাপিত হয়েছে। ক্রমাগতভাবে তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ, তুঁতচাষ বৃদ্ধি, তুঁতগাছ ও রেশম পোকার জাত উন্নয়ন, রেশমের বিভিন্ন দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান, রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন করে চাষীদের মাঝে সরবরাহ, রেশম গুটি উৎপাদন, রেশম সূতা ও বস্ত্র উৎপাদন কার্যক্রমে রেশম বোর্ড অগ্রণী পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করে আসছে। তা সত্ত্বেও রেশম উৎপাদনকারী দেশ হিসবে বিশ্বে বাংলাদেশের সহান অনেক নীচে। রেশমের দেশীয় চাহিদার তুলনায় উৎপাদন এখনও অপ্রতুল। এ অবসহার উন্নয়ন ঘটানো এবং দেশে রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সমন্বিতভাবে রেশম উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অতীব জরুরী।

সরকার এ শিল্পের সামগ্রীক উন্নয়নের বিষয়টি উপলব্ধি করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) এর আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "Extension and Development of Sericulture in Public and Private sector in Bangladesh"শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন প্রদান করেছেন। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই'২০০৯ থেকে জুন'২০১৪ পর্যন্ত। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (বিএসবি), বাংলদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বিএসআরটিআই), বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন (বিএসএফ) এবং সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এসএমইএবি) কর্তৃক সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত এর ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ১২-০৮-২০০৮ ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। ২১-০৮-২০০৮ খ্রিঃ প্রকল্পটির ডিপিপি যাচাই -বাছাইয়ের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীন সহায়ী কমিটির অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পূর্বক ডিপিপিটি পূনর্গঠন করে ২০-০৯-২০০৮ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হলে ২৩-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে পূনরায় ডিপিপিটি যাচাই বাছাইয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীন সহায়ী কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় অন্যতম সিদ্ধান্ত হিসেবে SMEAB কর্তৃক প্রস্তাবিত অঙ্গসমুহ রেশম বোর্ড বাস্তবায়ন করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটিয়ে ডিপিপিটি সংশোধন ও পূনর্গঠন করতঃ ২১-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। অতঃপর ২৭-১১-২০০৮ তারিখে প্রণীত ডিপিপির উপর ১ম পিইসি সভা এবং ০১-০৭-২০০৯ তারিখে ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতবেক প্রকল্প ব্যয় ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করতঃ ডিপিপিটি পূনর্গঠন করে ০৫-১০-২০০৯ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একনেক সভায় অনুমোদন প্রয়োজন।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- রেশম তথা রেশম পণ্য উৎপাদনে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের শিল্পোদ্যোক্তাগণের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে রেশম শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটানো ;
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক রেশম চাষীদের উচ্চ ফলনশীল তুঁতবাগান তৈরী এবং উন্নতমানের রেশম গুটি উৎপাদনে সহায়তা প্রদানসহ তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন সহানে মডেল হিসেবে রেশম পল্লী সহাপন;
- দেশে তুঁতগাছ ও রেশম পোকার জাত উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত জাতের তুঁতগাছ/তুঁতকাটিং এবং রেশম ডিম চাষীদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহকরণ;
- দেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন রেশম উৎপাদনের প্রচেষ্টা জোরদারকরণ;
- রেশমের বিভিন্ন স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবসহাকরণ ;
- সহানীয়ভাবে উৎপাদিত রেশম পণ্যের দেশে-বিদেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেশম সামগ্রীর বাজার উন্নয়নে ব্যবসহাকরণ;
- রেশম কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ৫০ হাজার লোকের কর্মসংসহানের ব্যবসহাসহ দারিদ্র বিমোচনে সহায়তাকরণ।

৮.৩ । মূল কার্যক্রম:

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম ৩টি সংস্থা (বিএসবি, বিএসআরটিআই, বিএসএফ) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। কার্যক্রমগুলো হলো-

- সারাদেশে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, ১৫.০০ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন ও চাষীদের মাঝে বিতরণ, নতুনভাবে ৭৬০০ বিঘা জমি তুঁতচাষের আওতায় আনয়ন;
- রেশম গুটি উৎপাদনের লক্ষ্যে ২৮.৮৭ লক্ষ রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন করে চাষীদের মধ্যে বিতরণ, দেশের বিভিন্ন সহানে ২৩টি রেশম পল্লী স্থাপন;
- রেশমের বিভিন্ন দিকে ৩৬৪০ জনের প্রশিক্ষণ প্রদান, উচ্চ পর্যায়ের ১৮জন কর্মকর্তার রেশম অধ্যুষিত উন্নত দেশে ষ্ট্যাডিট্যুর এবং বাস্তবায়নকারী সংসহা সমুহের ২১ জন কর্মকর্তার রেশম বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা কার্যক্রম উন্নয়ন, রেশমের ধারাবাহিক কাজ ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়নসহ অন্যান্য কাজ;
- প্রকল্পের আওতায় এসএমইএবি'র প্রস্তাবিত ১টি ডিজাইন কাম-সার্ভিস সেন্টার, ৫টি চরকা সেন্টার ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত ছিল।

৮.৪ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ০৭/০১/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ণ মেয়াদ থেকে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৫ করে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি গত ২৩/০৬/২০১৪ তারিখে সংশোধন করা হয়।

৮.৫ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচলকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ		মন্তব্য
				যোগদান	বদলী	
১	জনাব সুণিল চন্দ্র পাল চেয়ারম্যান	-	হ্যা	১০-০২-২০১০	২৪-০৯-২০১২	
২	ড. মোনাতোষ ধর চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক	-	হ্যা	২৫-০৯-২০১২	১৯-১২-২০১৩	

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচলকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ		মন্তব্য
				যোগদান	বদলী	
৩	জনাব স্বপন চন্দ্র পাল মহাপরিচালক	-	হ্যা	২০-১২-২০১৩	১৯-১২-২০১৪	
	জনাব আনিস-উল-হক ভুঁইয়া মহাপরিচালক	-	হ্যা	২০-১২-২০১৪	৩০-০৬-২০১৫	

৯.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- পিইসি সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ডিপিপি ও আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্য পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা ; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা।

১০.০ প্রকল্পে বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		আরএডিপি-তে বরাদ্দ	বছর ভিত্তিক অগ্রগতি	
	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০৯-২০১০	৬০১.২৬	২০.০৪	৫১২.৫৫	১৭.০৯	৬০১.০০	৫১২.৫৫	১৭.৬১
২০১০-২০১১	৮০৮.৪৭	২৬.৯৫	৭৫৫.১৯	২৫.১৭	৮৩০.০০	৭৫৫.১৯	২৫.৯৫
২০১১-২০১২	৬৩১.৯০	২১.০৬	৪৯৭.৫৮	১৬.৫৯	৫০০.০০	৪৯৭.৫৮	১৭.১০
২০১২-২০১৩	৫৩০.৩৭	১৭.৬৮	৫০০.০০	১৬.৬৭	৪৬০.০০	৪৫৪.৬৬	১৫.৬২
২০১৩-২০১৪	৪২৮.০০	১৪.২৭	৭৩৪.৬৮	২৪.৪৮	৪০০.০০	৩৯০.৫৮	১৩.৪২
২০১৪-২০১৫	-	-	-	-	৩২৪.০০	২৯৯.৫৯	১০.২৯
মোট=	৩০০০.০০	১০০.০০	৩০০০.০০	১০০.০০		২৯১০.১৫	১০০.০০

১১.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

গত ১৬ ও ১৭ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে প্রকল্প এলাকা BSRTI এর প্রধান কেন্দ্র, রাজশাহী এবং চাপাইনবাবগঞ্জের কিছু এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

১১.১ যানবাহন সংক্রান্ত:

প্রকল্পের আওতায় ১টি জীপগাড়ি এ ৪টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। জীপটি বিএসবি কর্তৃক ক্রয় করা হচ্ছে। ১টি মোটর সাইকেল বিএসআরপিআই ও ৩টি মোটরসাইকেল বিএসএফ কর্তৃক ক্রয় করা হয়েছে। জীপটি নিয়ম অনুযায় পরিবহন পূলে জমা দেয়ার কথা থাকলেও তা জমা দেয়া হয়নি।

১১.২ নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ রেশম বোর্ড কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নকালীণ সময়ে ব্রাহ্মণভিটা, সাদামহল, জয়পুরহাট ও মহেশপুরে ১টি করে মোট ৪টি চাকিপালন কেন্দ্রের রিনোভেশন ও এক্সটেনশন করা হয়েছে। বগুড়া নার্সারী রিনোভেশন ও এক্সটেনশন করা হয়েছে। রাজশাহী পি-৩ স্টেশন মেরামত করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের গ্যারেজ ও সীমানা প্রাচীর মেরামত করা হয়েছে। এছাড়া বিএসআরটিআই ও বিএসএফ কর্তৃক তাদের বিভিন্ন দপ্তরের মেরামত ও রিনোভেশন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রাজশাহীতে একটি রেশম প্রদর্শনী, নকশা এবং সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু পরিদর্শকালে তা চলমান থাকতে দেখা যায়নি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জানান হয় রেশম প্রদর্শনী, নকশা এবং সেবা কেন্দ্র পরিপূর্ণভাবে সচল করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১১.৩ যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংক্রান্ত:

প্রকল্পের আওতায় বিএসবি-বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক তাদের বিভিন্ন দপ্তরের/ল্যাবে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে এ সকল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে। এছাড়া রেশমকীট পালন সংক্রান্ত বিভিন্ন সরঞ্জামাদিও এ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে যেগুলো ব্যভহার করতে দেখা গেছে।

স্থিরচিত্র: রেশম প্রদর্শনী, নকশা এবং সেবা কেন্দ্র

স্থিরচিত্র: প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্র

স্থিরচিত্র: প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্র

স্থিরচিত্র: প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম

স্থিরচিত্র: প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম

১১.৪ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত:

প্রকল্পের আওতায় ২৫০০জন কৃষককে রেশমকীট পালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে দেশে ও বিদেশে এবং কর্মচারীদের দেশে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রেশম পন্য ও রেশম চাষকে উৎসাহিত করতে মেলা, কর্মশালার আয়োজনসহ ও উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন কার্যক্রম এ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হয়েছে বলে জানা যায়।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
ক) রেশম তথা রেশম পণ্য উৎপাদনে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের শিল্পোদ্যোক্তাগণের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে রেশম শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটানো।	এ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারী, বেসরকারী ও এনজিও এর কর্যক্রমের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেশম শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন হয়েছে, যেমন ৯ তুঁত চাষ, পলু পালন ইত্যাদি।
খ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক রেশম চাষীদের উচ্চ ফলনশীল তুঁতবাগান তৈরী এবং উন্নতমানের রেশম গুটি উৎপাদনে সহায়তা প্রদানসহ তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে মডেল হিসেবে রেশম পল্লী সহাপন;	এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩টি রেশম পল্ল স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি আশ্রয়ন/আবাসন পল্লীর ৩৭৫ জন উচ্চ ফলনশীল তুঁত বাগান ও ৬০০ জন আদর্শ পল্লী স্থাপন করেছে।
গ) দেশে তুঁতগাছ ও রেশম পোকার জাত উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত জাতের তুঁতগাছ/তুঁতকাটিং এবং রেশম ডিম চাষীদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহকরণ;	এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ উচ্চ ফলনশীল তুঁত চারা এবং ১৬.৯৭ লক্ষ রোগমূক্ত রেনু তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া কৃষকদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
ঘ) দেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন রেশম উৎপাদনের প্রচেষ্টা জোরদারকরণ;	এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬.৯৭ লক্ষ রোগমূক্ত রেনু, ১০০০০ ডালা, ১০০০০ চন্দ্রকি ও প্রয়োজনীয় কীটনাশক ৩৭৩১ জন কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
ঙ) রেশমের বিভিন্ন স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ ;	৩৬৪১ জন কৃষককে রেশম ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।
চ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেশম পণ্যের দেশে-বিদেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেশম সামগ্রীর বাজার উন্নয়নে ব্যবস্থাকরণ;	৩৯জন জুনিয়র ও সিনিয়র পর্যায়ের কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের লব্ধ জ্ঞাণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেশম পণ্যের দেশে-বিদেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেশম সামগ্রীর বাজার উন্নয়নে সহায়ক হবে।
ছ) রেশম কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ৫০ হাজার লোকের কর্মসংসহানের ব্যবস্থাসহ দারিদ্র বিমোচনে সহায়তাকরণ;	বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় ৪৫০০০ কর্মসংস্থান হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে। মহিলাগণ গৃহ রেশম গুটি উছপাদন করে থাকেন। তাই এ প্রকল্পের নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

১২.০ সুপারিশ :

১২.১ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত রেশম প্রদর্শনী, নকশা এবং সেবা কেন্দ্র সার্বক্ষনিক চালু রাখার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১২.২ বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের জন্য অনুমোদিত জনবলের শুন্য পদ পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২.৩ সাম্প্রতিক সময়ে চীন, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে রেশম শিল্প অনেক এগিয়ে গেছে। ঐসকল দেশের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে বাংলাদেশের রেশম শিল্পকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

Strengthening of NITTRAD, Textile Colleges and TSMU for Development of Textile Sector শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত:জুন ২০১৫)

১। **প্রকল্পের নাম** : Strengthening of NITTRAD, Textile Colleges and TSMU for Development of Textile Sector

২। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : (ক) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
(খ) National Institute of Textile Training, Research & Design (NITTRAD) and Bangladesh Textile Mills Asscociation (BTMA).

৪। **প্রকল্প এলাকা** : -NITTRAD (National Institute of Textile Training, Research & Design) , নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা যা বর্তমানে NITER (National Institute of Textile Engineering & Research)
-চট্রগ্রামের জোরারগঞ্জের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ , বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ , পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ , টাংগাইল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বরিশাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

৫। প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল: **(লক্ষ টাকায়)**

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের%)
মূল (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃসাঃ) (সংস্থা)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৮৮৪.৩২ (১৫৪৪.৩২)	- -	১৮৭৫.০৮	জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৫	-	জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৫	-	-

- উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা (In kind) ব্যয় করা হয়েছে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের UNIDO এর পক্ষ থেকে ১৫৪৪.৩২ লক্ষ টাকা ডিপিএ হিসেবে ব্যয় করা হয়েছে।

৬। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

৬.১। **পটভূমি :** ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশনের উদ্যোগে UNDP-র কারিগরী সহায়তায় বস্ত্র শিল্পে নিয়োজিত জনবলের প্রশিক্ষণ প্র দানের লক্ষ্যে সাভারের নয়ারহাটে "Textile Industry Development Centre (TIDC)" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উন্নতমানের প্রযুক্তি সম্পন্ন প্রশিক্ষণ ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল যন্ত্র পাতি না থাকায় এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বস্ত্র শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে কাংখিত অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের বস্ত্র শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে TIDC-কে স্বায়ত্বশাসিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করার জন্য "National Institute of Textile Training , Research and Design (NITTRAD)" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়। NITTRAD প্রকল্পটি বাস্তবায় জুন ,২০০৭ নাগাদ সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্পের অধীনে উন্নত প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের উ পযোগী বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ, টেস্টিং ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল যন্ত্রপাতি নতুনভাবে সংযোজন করা হয়। কিন্তু উন্নত প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিগত বাস্তব জ্ঞান ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন

স্থানীয় প্রশিক্ষকের স্বল্পতার কারণে ক্রমবর্ধমান বস্ত্র শিল্পে র জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বস্ত্র খাতের বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে NITTRAD এর প্রশিক্ষণ ক্ষমতার উৎকর্ষতা সাধনের জন্য EU "Bangladesh Quality Support Programme (BQSP)" প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৩.৫ মিলিয়ন ইউরো প্রদানে সম্মত হয় এবং আগষ্ট ২০০৫ এ EU ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণচুক্তি সম্পাদিত হয়। এ ঋণচুক্তির অধীনে টেক্সটাইল ও RMG কম্পোনেন্ট খাতে ২.১ মিলিয়ন ইউরো বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে NITTRAD-এর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে "Strengthening NITTRAD's TSMU and Textile Colleges for Development of Textile Sector" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প খাতে ১.৫৪৪ মিলিয়ন ইউরো অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে , NITTRAD-এর বর্তমান নাম NITER(National Institute of Textile Engineering & Research)।

৬.২। **উদ্দেশ্য:** প্রকল্পটির মূখ্য উদ্দেশ্য হলো টেক্সটাইল সেক্টরে Better Work & Standards Programme (BEST) এর মাধ্যমে বিশ্ব বাজারের সুযোগ সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র দূরীকরণে ভূমিকা রাখা। এ উদ্দেশ্যে নিম্নের কার্যক্রম গৃহীত হয়:-

- টেক্সটাইল সেক্টরে আইসিটি সুবিধাসহ জাতীয় Performance Cluster গঠনে NITER, BUFT(BGMEA University of Fashion & Technology) ও IART (Institute of Apparel Research & Technology) কে সহায়তা প্রদান ;
- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংগে দীর্ঘ মেয়াদী জোট গঠন ;
- টেক্সটাইল সেক্টরে কর্মরত ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার, ডিজাইনার ও টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ দীর্ঘ মেয়াদী
  টেক্সটাইল প্রশিক্ষণের জন্য Support Plan প্রণয়ন;
- মন্ত্রণালয়ের বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ ।

৬.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৮৮৪.৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১০ থেকে জুন ,২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্প না মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৬.৪। **প্রকল্প পরিদর্শন :** আইএমই বিভাগের মহাপরিচালক, সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক) বেগম নাসিমা মহসিন কর্তৃক গত ২ আগস্ট ২০১৭ তারিখে টিএ প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সহায়তা প্রদান করেন।

৬.৫। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

ক্রমিক নম্বর	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	বেগম শিরীনা দেলহুর, উপসচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	অতিরিক্ত দায়িত্বে	২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ থেকে প্রকল্প সমাপ্তিকাল পর্যন্ত
২.	জনাব মোঃ নুরুল করিম মজুমদার, উপসচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	অতিরিক্ত দায়িত্বে	১ আগস্ট ২০১১ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত
৩.	জনাব মোঃ এমদাদুল হক, যুগ্মসচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	অতিরিক্ত দায়িত্বে	১ জুলাই ২০১০ থেকে ১ আগস্ট ২০১১ পর্যন্ত

৭। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অঙ্গের নাম	সর্বশেষ ডিপিপি অনুযায়ী		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর্থিক (%)	বাস্তব
১.	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	৬৫ জনমাস	৫২০.০০	৫৫৪.৭৯ (১০৬.৫৩%)	৬৫ জনমাস
২.	স্থানীয় পরামর্শক	৬৬.৫০ জনমাস	৮৯.৭৮	২৪৪.৬৮	৬৬.৫০ জনমাস
৩.	প্রশাসনিক ও অন্যান্য সহযোগী	৩৩.৫০	২৫.১৩		৩৩.৫০ জনমাস

ক্রমিক নম্বর	অঙ্গের নাম	সর্বশেষ ডিপিপি অনুযায়ী		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর্থিক (%)	বাস্তব
	জনবল	জনমাস			
৪.	নিট্রেডের কাউন্টার পার্ট প্রশিক্ষক	৫০৪ জনমাস	১১৫.০০		৫০৪ জনমাস
		উপমোট	২২৯.৯১		
৫.	ফেলোশীপ	-	১০০.০০	৩০৫.৭২	৫ জন
৬.	শিক্ষা সফর	-	২১১.০০		৫ জন
		উপমোট	৩১১.০০		
৭.	পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয়	-	৫৪০.৭৩	৪৮১.২২ (৮৮.৯৯%)	-
৮.	TSMU	-	৬৭.৬৮	৬৭.০০ (৯৮.৯৯%)	-
৯.	সরবরাহ (ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য)	-	২১৫.০০	২২১.৬৭ (১০৩.১০%)	-
	সর্বমোট		**১৮৮৪.৩২**	**১৮৭৫.০৮ (৯৯.৫০%)**	

৮। **পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ:**

৮.১। **প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ:**

৮.১.১। ২ আগস্ট ২০১৭ তারিখে NITER এ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে NITER এর প্রিন্সিপাল জানান যে , বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অফিস সরঞ্জামাদি , ক্লাস রুমের টেবিলসহ চেয়ার , কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ল্যাপটপ ও ডেক্সটপ কম্পিউটার , এসি ও রঙ্গিন টিভি সংগ্রহ করা হয়। তিনি আরো জানান যে , NITER এর ১৫টি বিদ্যমান যন্ত্রপাতি/মেশিন প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হয়। মেরামতকৃত এ ১৫টি মেশিনের মধ্যে ৫টি মেশিন বর্তমানে অচল হয়ে পড়েছে এবং এগুলির খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহ বাজারে না থাকার কারণে পুনঃমেরামত করা সম্ভব হয়নি;

৮.১.২। অনুমোদিত টিপিপি -র ৫২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৫ জন মাসের আন্তর্জাতিক পরামর্শকের সংস্থানের বিপরীতে বাস্তবে ৫৫৪.৭৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আন্তর্জাতিক পরামর্শক ৬৫ জনমাস কাজ করেছেন। টিপিপি -র আর্থিক সংস্থান অপেক্ষা ৩৪.৭৯ লক্ষ বেশি ব্যয় হয়েছে;

৮.১.৩। অনুমোদিত টিপিপি-তে ৮৯.৭৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৬.৫০ জনমাসের স্থানীয় পরামর্শক ১১৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০৪ জনমাসের NITTRAD (National Institute of Textile Training Research & Design) এর কাউন্টার প্রশিক্ষক এবং ২৫.১৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৩.৫০ জনমাসের প্রশাসনিক ও অন্যান্য সহযোগী জনবলের সংস্থান আছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ ৩টি অঙ্গের মোট ২২৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় টিপিপি-র প্রাক্কলন অপেক্ষা ১৪.৭৭ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় হয়েছে ;

৮.১.৪। প্রকল্পের অন্যতম প্রধান দুটি অঙ্গ হচ্ছে ফেলোশীপ ও শিক্ষা সফর। এ দুটি অঙ্গের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১১.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবে ৩০৫.৭২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ জনের ফেলোশীপ ও ৫ জনের শিক্ষা সফর বাস্তবান করা হয়েছে। প্রাপ্ত পিসিআর থেকে জানা যায় যে প্রকল্পের নির্ধারিত ফেলোশীপের অধীন ৪ জন যুক্তরাজ্যের University of Bolton ও ১ জন ManchesterMetropoliton University থেকে মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেছেন ;

৮.১.৫। শিক্ষা সফরের অংশ হিসাবে সেপ্টেম্বর ২০১০ এ Bursa, Turkyতে অনুষ্ঠিত "Sustainable Cotton Production" শীর্ষক কর্মশালায় পাবনা টেক্সটাইল কলেরে ১জন কর্মকর্তা, সেপ্টেম্বর ২০১১ –তে Bursa, Turkyতে অনুষ্ঠিত "Textile Production" শীর্ষক কর্মশালায় BKMEA এর ১ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহন করেন;

৮.১.৬। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে ১ অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল স্পেনে শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ১৭ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধদল ১৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ সময়ে ফ্রান্সের প্যারিসের Premiere Vision

Apparch মেলায় Bordeaux-তে Pattern Cutting Research & Manufacturing Facility ও চেক প্রজাতন্ত্রের Liverec University পরিদর্শন করেন;

৮.১.৭। NITTRAD এর ১ জন ফ্যাকাল্টি সদস্য ৮-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সময়ে তুরস্কে অনুষ্ঠিত "Technical Textiles/Nonwovens Industry" শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বলে জানা যায়;

৮.১.৮। প্রকল্পের টিপিপি অনুসারে প্র কল্পের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল গার্মেন্টস্ ও বস্ত্র খাতের জন্য তথ্য প্রযুক্তি সুবিধাসহ ১টি জাতীয় Performance Cluster গঠন। সে উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের মোহাম্মদী গ্রুপ ও লন্ডন কলেজ অব ফ্যাশন এর মধ্যে "Work in progress Partnership" শীর্ষক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রণতি হয়েছে। এ প্রকল্প সমূহের আওতায় ট্যালেন্ট ও ডিজাইন সংক্রান্ত ইন্টার্ণশীপে আগ্রহী প্রার্থীগণ অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। তথ্য আদান প্রদানের সুবিধার্থে জাতীয় Performance Cluster শিরোনামে ফেসবুক খোলা হয়েছে। এ ফেসবুকের মাধ্যমে পেশাগত সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়;

৮.১.৯। প্রকল্পের আওতায় বস্ত্র সেক্টরে গবেষনা ও উন্নয়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে algorithmic analysis , shade matching of bulk production ও শিল্প ERP সংক্রান্ত সফটওয়ারসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। NITTRAD এ গবেষণা শাখাও প্রবর্তনা কর্তৃক যৌথভাবে কলার আঁশ থেকে এক নতুন ধরনের বস্ত্র তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তবে পরবর্তীতে এ উদ্যোগ কতখানি সফল হয়েছে সে বিষয়ে পিসিআরএ কোন আলোকপাত করা হয়নি। এছাড়া গুনগতমান ও উন্নত উৎপাদনশীলতা বিষয়ে Primary Textile Sector এর ৪৫টি কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষ ণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;

৮.১.১০। টেক্সটাইল সেক্টরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দীর্ঘ মেয়াদী সাপোর্ট প্ল্যান প্রণয়নসহ ৫৮৭ সংখ্যক ম্যানেজার, সুপারভাইজার ও ২৮৩১ সংখ্যক ডিজাইনার ও টেকনিশিয়ানদের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। NITTRAD এ গবেষণা শাখা স্থাপনসহ টেক্সটাইল ইঞ্জিয়ারিংয়ে ৪ বছরের বিএসসি কোর্স প্রবর্তনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে;

৮.১.১১। প্রকল্পের আওতায় ৪টি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় /প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫), ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), Participatory Perspective Plan (২০১০-২০২০) এবং পাট নীতিমালা (২০১১) ও খসড়া বস্ত্র নীতিমালা (২০১৪) প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা হয়।

৮.১.১২। প্রকল্পের আউটকাম হচ্ছে বিশ্ববাজারের প্রেক্ষাপটে দেশের টেক্সটাইল সে ক্টরে কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সার্বিক প্রতিযোগিতার সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ। এ আউটকাম অর্জন বিষয়ে পিসিআরএ কোন উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

৯। **প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য :** প্রকল্পের টিপিপি -তে পণ্য সংক্রান্ত ৫টি এবং সেবা সংক্রান্ত ১৬টি প্যাকেজে র সংস্থান আছে। টিপিপি 'র সংস্থান অনুসারে পণ্য সংক্রান্ত ৫টি প্যাকেজের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়া ও সেবা সংক্রান্ত ১৬টি প্যাকেজের আওতায় আন্তর্জাতিক/স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া UNIDO কর্তৃক সম্পাদিত হয় মর্মে পিসিআর সূত্রে দেখা যায়

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
ক) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান /ইনস্টিটিউটের মাঝে Cluster গঠন	ক) উল্লিখিত Cluster গঠনের উদ্দেশ্য -দেশের প্রার্থীদের ট্যালেন্ট ও ডিজাইন ইন্টার্ণশীপে সুযোগ দানের জন্য মোহাম্মদী গ্রুপ ও লন্ডন কলেজ অব ফ্যাশনের সঙ্গে পার্টনারশী পের প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে ; -তথ্য আদান প্রদানের জন্য Cluster ফেসবুক খোলা হয়েছে;
খ) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট সমূহের সঙ্গে দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দীর্ঘ মেয়াদী জোট গঠন	খ) NITER (National Institute of Textile Engineering & Research) BUFT(BGMEA University of Foshion & Technologh) এর সঙ্গে বিদেশী সরকার /বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠানের নিম্নেবর্ণিত ৪টি

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
	MOUস্বাক্ষরিত হয়েছে; -NITER এর সঙ্গে জার্মান সরকারের (সেপ্টেম্বর ২০১২); -IART এর সঙ্গে Manchester Metropolitan University (মার্চ ২০১২) -BUFT এর সঙ্গে চেক প্রজাতন্ত্রের Liberec Technical University (সেপ্টেম্বর ২০১২); -NITER এর সঙ্গে চীনের Wuhan University (ডিসেম্বর ২০১৪)
গ) টেক্সটাইল প্রশিক্ষণ বিষয়ক দীর্ঘ মেয়াদী Support Plan এবং টেক্সটাইল সংশ্লিষ্ট জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদান	গ) Primary Textile Sector -এর অন্তর্ভুক্ত ৪৫টি কোম্পানীর জনবলকে Quality & Productivity বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ; -পাবনা টেক্সটাইল কলেজের ১ জন কর্মকর্তা তুরস্কে অনুষ্ঠিত "Sustainable Cotton Production" কর্মশালায় সেপ্টেম্বর ২০১০ এ অংশগ্রহন করেন এবং ১৭ সদস্যের ১টি প্রতিনিধিদল "Experience Sharing Mission" এর আওতায় ১৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ফ্রান্সের Premiere Vision Apparel মেলা, Bordeaux এর Lectra Design & Pattern Cutting Research & Manufacturing Facility ও চেক প্রজাতন্ত্রের Liberec University সফর করেন; -NITER এর ১ জন সদস্য তুরস্কে অনুষ্ঠিত "Technical Textile/Nonwoven Industry" শীর্ষক কর্মশালায় ৮-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেন; -৪ জন সদস্য যুক্তরাজ্যের Bolton University থেকে এবং ১ জন সদস্য Manchester Metropolitan University থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৩-তে মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেন; -৫৮৭ সংখ্যক ব্যবস্থাপক ও সুপারভাইজার পর্যায়ের সদস্য এবং টেক্সটাইল সেক্টরের ২৮৩১ সংখ্যক সদস্যকে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ; -টেক্সটাইল সংক্রান্ত ১৩৮৮ সংখ্যক বই ও জার্নাল NITER ও ৫টি টেক্সটাইল কলেজের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে ; -৫টি ল্যাপটপ ও ৫টি ওভারহেড প্রজেক্টর , ৫টি টেক্সটাইল কলেজের মাঝে বিতরণ ও ইন্টারনেট টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে ; -বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল কলেজে LAN ও Wifi যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক ৫টি ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে। -প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহপূর্বক NITER-কে প্রদান করা হয়েছে ; -টেক্সটাইল প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দীর্ঘ মেয়াদী Support Plan প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ১৫টি ইমপ্যাক্ট মডিউল প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্টদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে ; -টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী প্রদানের জন্য NITER –কে উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক একটি উইং গঠন করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটিতে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেশনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে ;

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
ঘ) মন্ত্রণালয়ের বিশ্লেষন ও পরিকল্পনা বিষয়ক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	ঘ) ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পাট নীতিমালা (২০১১), খসড়া টেক্সটাইল পলিসি (২০১৪) ও Participatory Perspective Plan প্রণয়নে TSMU কর্তৃক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়; -বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের পাট ও টেক্সটাইল বিষয়ক Joint Economic Commission , Joint Trade Commission, Joint Working Group এর জন্য ৫২টি ব্রীফ প্রণয়নে TSMU কর্তৃক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১১। **প্রকল্পের স্থির চিত্র:**

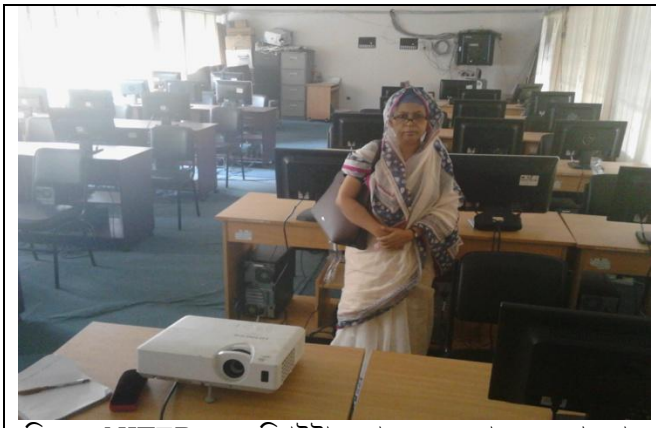

চিত্র ১ : NITER এর কম্পিউটার ল্যাবের জন্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত কম্পিউটার

চিত্র ২ : NITER এর ক্লাস রুমের জন্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত চেয়ার-টেবিল।

চিত্র ৩ : NITER এর Air Reservoir for Repier Loom Machine টি প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হয়।

চিত্র ৪ : NITER এর Sample Printing Machine টি প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হয়।

১২। **অডিট সংক্রান্ত তথ্য:** ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১২-১৪ অর্থ বছর সমূহে FAPAD (Foreign Aided Project Audit Directorate) কর্তৃক এক্সটারনাল অডিট পরিচালিত হয়েছে এবং অডিট পরিচালনাকালে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি বলে পিসিআর সূত্রে জানা যায়। তবে ২০১১-১২ অর্থ বছরে কোন অডট কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি বলে দেখা যায়।

১৩। **সমস্যা:**

১৩.১। প্রকল্পের অর্থায়নে বাস্তবায়িত ফেলোশীপ/প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষিত জনবলকে পরবর্তী সময়ে সঠিক স্থানে পদায়ন বিষয়ে কোন তথ্য পিসিআরে সন্নিবেশিত করা হয়নি (অনুচ্ছেদ ৮.১.৩,৮.১.৬ ও ৮.১.৮) ;

১৩.২। প্রকল্পের Performance Cluster এর আওতায় বাংলাদেশের মোহাম্মদী গ্রুপ ও লন্ডন কলেজ অব ফ্যাশন এর মধ্যে সম্পাদিত "Work in Progress Partnership" এর অধীন বাংলাদেশ থেকে কোন প্রার্থী

ট্যালেন্ট ও ডিজাইন বিষয়ে ইন্টার্ণ করার সুযোগ পেয়েছে কিনা সে বিষয়ে পিসিআরএ আলোকপাত করা হয়নি (অনুচ্ছেদ ৮.১.৭) ;

১৩.৩। NITER ও প্রবর্তনা কর্তৃক যৌথভাবে কলার আঁশ থেকে নতুন ধরনের বস্ত্র তৈরির উদ্যোগ সফল হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কোন তথ্য পিসিআরএ প্রদান করা হয়নি (অনুচ্ছেদ ৮.১.৮) ;

১৩.৪। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যারসমূহ সচল আছে কিনা সে তথ্য পিসিআরএ প্রদা ন করা হয়নি (অনুচ্ছেদ ৮.১.৮) ;

১৩.৫। NITER এ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক পর্যায়ে ডিগ্রী প্রদান এবং স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেশনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে কিনা সে সংক্রান্ত তথ্য পিসিআরএ প্রদান করা হয়নি (অনুচ্ছেদ ৮.১.৮) ;

১৩.৬। Primary Textile সেক্টরের ৪৫টি কোম্পানীর Quality & Productivity বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবলের পরবর্তী কার্যক্রম ও অবদান বিষয়ে পিসিআরএ কোন উল্লেখ নেই (অনুচ্ছেদ ৮.১.৮) ;

১৩.৭। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে কোন অডিট পরিচালিত হয়নি (অনুচ্ছেদ ১১) ; এবং

১৩.৮। প্রকল্প সমাপ্তির ১১ মাস পর পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছে।

১৪। **মতামতা/সুপারিশ:**

১৪.১। প্রকল্পের অর্থায়নে বাস্তবায়িত ফেলোশীপ /প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষিত জনবলের পরবর্তী সময়ে পদায়ন বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে অবিলম্বে অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ১৩.১) ;

১৪.২। প্রকল্পের Performance Cluster এর আওতায় বাংলাদেশের মোহাম্মদী গ্রুপ ও লন্ডন কলেজ অব ফ্যাশন এর মধ্যে সম্পাদিত "Work in Progress Partnership" এর অধীন বাংলাদেশ থেকে কোন প্রার্থী ট্যালেন্ট ও ডিজাইন বিষয়ে ইন্টার্ণ করার সুযোগ পেয়েছে কিনা সে বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে অবিলম্বে অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ১৩.২) ;

১৪.৩। NITER ও প্রবর্তনা কর্তৃক যৌথভাবে কলার আঁশ থেকে নতুন ধরনের বস্ত্র তৈরির উদ্যোগ সফল হয়েছে কিনা সে বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে অবিলম্বে অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ১৩.৩) ;

১৪.৪। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যারসমূহ সচল আছে কিনা সে তথ্য মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে অবিলম্বে অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ১৩.৪) ;

১৪.৫। NITER এ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক পর্যায়ে ডিগ্রী প্রদান এবং স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেশনের কার্যক্র ম শুরু করা হয়েছে কিনা সে সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে অবিলম্বে অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ১৩.৫) ;

১৪.৬। Primary Textile সেক্টরের ৪৫টি কোম্পানীর Quality & Productivity বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবলের পরবর্তী কার্যক্রম ও অবদান বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে অবিলম্বে অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ১৩.৬) ;

১৪.৭। প্রকল্পের আউটকাম অর্জন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিয়মিত ফলোআপ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আইএমইডিকে অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ৮.১.১২);

১৪.৮। প্রকল্পের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে কোন অডিট কেন পরিচালিত হয়নি সে বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে(অনুচ্ছেদ ১৩.৭) ;

১৪.৯। ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৩.৮); এবং

১৪.১০। অনুচ্ছেদ ১৪.১-১৪.৮ এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে আগামী ১ মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।